225

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ NOV. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

স্মরণ

দানবীর রণদা প্রসাদ

আজ ১৯ নবেম্বর দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার (আরপি সাহা) ১০৩তম জন্মজয়ন্তি। তিনি কুমুদিনী হাসপাতাল, কুমুদিনী নার্সিং স্কুল, মির্জাপুর ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর ডিগ্রী কলেজ, মির্জাপুর এসকে বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ, কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থা, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজসহ বিভিন্ন সেবা শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থপতি হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

বংশাই ও লৌহজং নদী বিধৌত মির্জাপুরের দেবেন্দ্র নাথ সাহা ও কুমুদিনীর সন্তান আরপি সাহা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এমন কোন কাজ নেই, যা তিনি করেননি। কুলির কাজ, রিক্সা চালানো, গাড়ি পরিষ্কার করা, পত্রিকা বিক্রি, খেয়া নৌকা ভাড়া—সব ধরনের কাজই তিনি করেন।

মীর আনোয়ার হোসেন

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বেঙ্গল এ্যাম্বুলেন্স কোরে যোগদান করে প্রথমে ইরাকে ও পরে করাচীতে যান। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে আসেন এবং সৈনিক জীবনের আদর্শটি পুঁজি করে রণদা রেলওয়ে বিভাগে সামান্য বেতনে টিটির চাকরি নেন। ১৯৩২ সালে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চাকরিচ্যুত হন। পরে তিনি কলকাতায় শুরু করেন কয়লা ও লবণের ব্যবসা। এই কয়লা ব্যবসায় রণদার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। তিনি বেঙ্গল রিভার নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। এর কিছুদিন পরেই বিআরএস কোম্পানির ৫৫টি জাহাজসহ কোম্পানি এবং জর্জ এন্ডারসন নামে পাটের গাইট বাঁধা কোম্পানি ক্রয় করলেন নারায়ণগঞ্জে। ১৯৪৩ সালে দেশে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তিনি আর্তমানবতার পাশে দাঁড়ালেন। তৎকালীন ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ২শ' ৭৫টি লঙ্গরখানা খুললেন। এসব লঙ্গরখানা ৮ মাস স্থায়ী ছিল। ১৯১০ সালের কথা। রণদার মা মারা গিয়েছিলেন বিনা চিকিৎসায়। তখন তাঁর বাবা এতই গরিব ছিলেন যে, টাকার অভাবে স্ত্রীর চিকিৎসা করতে পারেননি। রণদা তখন ছোট। সবকিছুই মোটামুটি বুঝতে পারতেন। ভুলে যাননি মায়ের স্মৃতি। ১৯৩৮ সালে লৌহজং নদীর তীরে মির্জাপুর গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পরে ১৯৪৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন গবর্নর জেনারেল আরজে কেসী আনুষ্ঠানিকভাবে ৭শ' ৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুমুদিনী হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত খ্যাতনামা চিকিৎসক আসত এখানে মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিতে। এর মধ্যে ছিলেন সার্জন ডাঃ জাত্তা বিএসএম, এইচএফ আরসিএস, জার্মানির বিখ্যাত ডাঃ জেএস আইডি, ডাঃ লেভী, ডাঃ বারুদ চা, ডাঃ কাজী আব্দুস সামাদ, মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য সচিব ডাঃ টি হোসেন, ডাঃ বি. চৌধুরীসহ প্রমুখ।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ জনকল্যাণের কাজে লাগানোর জন্য গঠন করেন কুমুদিনী কল্যাণ সংস্থা। দেশের পশ্চাদপদ ও অবহেলিত নারী সমাজের জাগরণ ও শিক্ষার দিকে তিনি ব্রতী হন। এ লক্ষ্যেই স্থাপন করেন একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—ভারতেশ্বরী হোমস। ১৯৩৮ সালে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও তিনি ১৯৪২ সালে টাঙ্গাইল শহরে কুমুদিনী মহিলা কলেজ, ১৯৪৬ সালে মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি মির্জাপুর পাইলট বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, মির্জাপুর ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়াও তিনি করটিয়া সাদাৎ কলেজ, ভুয়াপুর কলেজ, ফজলুল হক কলেজ, ঢাকা সামরিক হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল, টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। তিনি দানবীর রায়বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হন ১৯৪২ সালে বড়লাট আরজি কেসীর তরফ থেকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে সকলের প্রিয় 'জেঠামণি' রণদা প্রসাদ সাহা তাঁর ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহা রবিসহ অপহৃত হন। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর আর কোন হদিস মেলেনি।